মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ষষ্ঠ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২৬

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী
বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গভীর শোক
প্রকাশ করছে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব

১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় মানবাধিকার বিষয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি তুলে ধরেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী ও মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল। অনুষ্ঠানে তারা মানবাধিকার বিষয়ের প্রেক্ষাপট, মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার রক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোকপাত করেন।

ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভয়াবহতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ আমাদের শিখিয়েছে যে মানবাধিকার কেবল একটি আইনি শব্দ নয়, বরং মানুষের অস্তিত্বের মৌলিক শর্ত।' তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, স্বাধীনতার জন্য যে ত্যাগ আমরা করেছি, তা মানবাধিকারের প্রতি অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন। তার মতে, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দখলদার পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা সংঘটিত ৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ দিবস

একাত্তরের বিস্মৃত গণহত্যা : তরুণের দৃষ্টিতে স্বীকৃতি প্রশ্ন

৯ ডিসেম্বর ২০২৫, 'দ্য ফরগটেন জেনোসাইড অফ নাইনটিন সেভেনটি ওয়ান : রিকগনিশন থ্রু দ্য লেন্স অফ দ্য ইউথ' শিরোনামে আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ দিবস উপলক্ষে প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিসের (সিএসজিজে) আয়োজনে। প্যানল আলোচনার চেয়ার ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক; প্যানেলিস্ট ছিলেন সিএসজিজের গবেষণা সহযোগী মেহজাবিন নাজরানা, তাবাসসুম নিগার ঐশী এবং রাফসান জানি রাহাত, রিসার্চ ইন্টার্ন, বিআইজিডি; স্বেচ্ছাসেবক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। মেহজাবিন নাজরানা বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের গণহত্যার জন্য আন্তর্জাতিক বিচার অনুসরণ করতে গিয়ে ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

রোকেয়ার মুখোমুখি চলচ্চিত্র নির্মাতা ইসাবেল হার্গুয়েরার বয়ান

রোকেয়া দিবস উপলক্ষে ৯ ডিসেম্বর ২০২৫ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আয়োজিত হয় এক বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠানের। খ্যাতিমান স্প্যানিশ চলচ্চিত্র নির্মাতা ও চিত্রশিল্পী এবং এনিমেশন চলচ্চিত্র 'সুলতানাস ড্রিম'-এর নির্মাতা ইসাবেল হার্গুয়েরা 'রোকেয়ার মুখোমুখি' শিরোনামে বক্তব্য প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব মফিদুল হক বিজয়ের মাসে মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে রোকেয়ার ৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ফিরে দেখি একাত্তর : শহীদ দিবস স্মরণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে 'ফিরে দেখি একাত্তর' শিরোনামে বিশেষ উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয় শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি। আয়োজনে শহীদ পরিবারের সদস্যদের স্মৃতিচারণা নিয়ে রশীদ হায়দার সম্পাদিত গ্রন্থ 'স্মৃতি ৭১' থেকে বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে তাঁদের পরিবারের স্মৃতিচারণা পাঠ করা হয়। সঙ্গীতশিল্পী দীপ্র নিশান্তের গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত 'আমায় বলোনা, গাহিতে বলোনা' দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সাথে সারেঙ্গিতে ছিলেন শৌনক দেবনাথ ঋক। সূচনা সঙ্গীতের পর ছিল ডিসেম্বরে কয়েকজন বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে তাদের পরিবারের লেখা স্মৃতিচারণা পাঠ। স্মৃতিচারণা পাঠ করেন আবৃত্তিশিল্পী নায়লা তারান্নুম চৌধুরী কাকলী, আবৃত্তিশিল্পী সৈয়দ শহীদুল ইসলাম নাজু, আবৃত্তিশিল্পী তামান্না সারোয়ার নিপা, আবৃত্তিশিল্পী মহিউদ্দীন শামীম ও আবৃত্তিশিল্পী মাহমুদা আখতার। ঢাকার চিকিৎসক শহীদ মফিজ উদ্দিন খানকে নিয়ে তাঁর সহধর্মিনী হালিমা খাতুনের লেখা স্মৃতিচারণা এবং পাবনার জেলা কাউন্সিলর শহীদ মোকর্‌রম হোসেনকে নিয়ে তাঁর মা রোকেয়া বানুর স্মৃতিচারণ পাঠ করেন আবৃত্তিশিল্পী নায়লা তারান্নুম চৌধুরী কাকলী, কথাশিল্পী শহীদ রফিকুল হায়দার চৌধুরীকে নিয়ে তাঁর স্ত্রী হাসিনা চৌধুরীর স্মৃতিচারণা এবং দৈনিক পূর্বদেশের সাংবাদিক শহীদ আ ন ম গোলাম মোস্তফাকে নিয়ে তাঁর স্ত্রী ঝর্না জাহাঙ্গীরের স্মৃতিচারণা দুটি পাঠ করেন তামান্না সারোয়ার নিপা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আইনজীবী শহীদ সৈয়দ আকবর হোসেনকে নিয়ে তাঁর সন্তান সৈয়দ তানবির হোসেন কাউসারের স্মৃতিচারণাটি পাঠ করেন সৈয়দ শহীদুল ইসলাম নাজু, ঘোড়াশাল নরসিংদীর ন্যাশনাল জুট মিল্‌স এর প্রকৌশলী শহীদ মোজাম্মেল হককে নিয়ে তাঁর স্ত্রী সেলিনা হক হেনার স্মৃতিচারণা এবং ঢাকার সাইন্স ল্যাবরেটরির উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকতা শহীদ ড. আমিন উদ্দিনকে নিয়ে তাঁর স্ত্রী সুরাইয়া আমিনের লেখা স্মৃতিচারণা দুটি পাঠ করেন মাহমুদা আখতার, পটুয়াখালীর জেলা শরীরচর্চা প্রশিক্ষক শহীদ জসিমুদ্দিন আহমদকে নিয়ে তাঁর ছেলে মোহাম্মদ শহিদ হোসেনের লেখা স্মৃতিচারণাটি পাঠ করেছেন মহিউদ্দীন শামীম। বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে। বুদ্ধিজীবী দিবসের এই বিশেষ অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলাম এবং আবহ সঙ্গীত পরিচালনা করেন সঙ্গীতশিল্পী দীপ্র নিশান্ত।

সাবরিনা আফরীন তন্বী
গবেষণা সহকারী
গবেষণা ও গ্রন্থাগার বিভাগ

তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সাথে স্প্যানিস চলচ্চিত্র নির্মাতার সংলাপ

বিখ্যাত স্প্যানিশ ভিজ্যুয়াল আর্টিস্ট, অ্যানিমেশন নির্মাতা এবং শিক্ষক ইসাবেল হারগুয়েরা ও তার দল, জিয়ানমারকো স্যেরা, ডিয়েগো হারগুয়েরা এবং রাকেল গ্যালভেয ৮ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা নাগাদ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আসেন। আগমনের পর প্রথমেই তারা "বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস (History of the Emergence of Bangladesh)" প্রামাণ্যচিত্র দেখেন। প্রামাণ্যচিত্র পরিদর্শনের পর ইসাবেল ও তার দল স্বেচ্ছাসেবীদের সহযোগিতায় জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শন করেন।

এরপর, দুপুর ২ টা নাগাদ তারা জাদুঘরের এডুকেশন প্রোগ্রাম ম্যানেজার সত্যজিৎ রায় মজুমদারের তত্ত্বাবধানে ২০২৪ সালের MOWCAP কর্তৃক তালিকাভুক্ত করণপরবর্তী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত "সুলতানার স্বপ্ন (Sultana's Dream)" সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। ইসাবেল ও তার দল অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পুরো পর্বটি উপভোগ করেন, বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরণের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করেন। এরপর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফিল্ম সেন্টার-এর সম্প্রতি মাসব্যাপী (১৬ অক্টোবর, ২০২৫ - ১৫ নভেম্বর, ২০২৫) আয়োজিত "সুলতানার স্বপ্ন" বিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালার অংশগ্রহণকারীরা ইসাবেল ও তার দলের সাথে যুক্ত হন।

পাশাপাশি, লিবারেশন ডক কমিউনিটির ৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

'বোম্বে এক্সপেরিয়েন্স'-এর জ্যাজ ফিউশন: মধুর অভিজ্ঞতা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, ফরাসি দূতাবাস এবং আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দি ঢাকা জ্যাজ সংগীতের আয়োজন করে ৩ ডিসেম্বর ২০২৫-এর সন্ধ্যায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মিলনায়তনে। দর্শকের উপচে পড়া মিলনায়তনে 'বোম্বে এক্সপেরিয়েন্স'এর শিল্পীরা সুরের মূর্ছনা তোলেন যন্ত্র ও সুরে। মূলত আফ্রিকান-আমেরিকান সম্প্রদায়ের মধ্যে ১৯০০ সালের দিকে জন্ম নিয়ে জ্যাজ সংগীত ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বব্যাপী। এর মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইম্প্রোভাইজেশন বা স্বতঃস্ফূর্ততা- প্রতিটি পরিবেশনায় সুর ক্রমাগত সৃষ্টি হতে থাকে। জ্যাজ সংগীতের টেম্পো, ইন্টারপ্লে এবং ইমোশন কখনো শান্ত লিরিক্যাল, আবার কখনো দ্রুত ও ভারী-শব্দযুক্ত তাই বহুমাত্রিক।

অনুষ্ঠানের মূল থিম ছিল যথেষ্ট সংযত ও স্পষ্ট। এই সংযমই জ্যাজের শক্তি কারণ অতিরিক্ত অলংকারের পরিবর্তে শিল্পীরা সুরের ভেতরের শূন্যস্থানকে কাজে লাগিয়েছেন। হারমনিতে ব্লু-নোট ও প্রসারিত কর্ডের ব্যবহার গানটিতে একধরনের অন্তর্মুখী আবহ তৈরি করে, যা আমার মনোযোগ ধরে রাখে।

উল্লেখযোগ্য দিক হলো আবেগের নিয়ন্ত্রণ। গানটি কখনোই অতিনাটকীয় হয়ে ওঠেনি আবার আবেগহীনও নয়; বরং একটি শান্ত, গভীর অনুভূতি পুরো পরিবেশনা জুড়ে বিরাজ করে। ৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও কলাকেন্দ্রের যৌথ প্রদর্শনী

পুনর্কল্পনায় সুলতানার স্বপ্ন : আজকের প্রেক্ষাপটে শিল্পীদের উপস্থাপনা

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন একশ' কুড়ি বছর আগে নারীর জন্য সমতা, নারীর প্রাপ্য অধিকার ও নারী মুক্তির কেবল স্বপ্নই দেখেননি বরং সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য এক পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিপরীতে লড়াই করেছেন। নারীর জন্য তিনি কেমন সমাজের স্বপ্ন দেখতেন তা তুলে ধরেছিলেন তার বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী 'সুলতানার স্বপ্ন' গ্রন্থে। শত বছর পরে রোকেয়ার সুলতানার স্বপ্নের প্রাসঙ্গিকতায় বর্তমানের ভাবনাকে তুলে ধরে একদল শিল্পীর উপস্থাপনা 'পুনর্কল্পনায় সুলতানার স্বপ্ন'। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও কলাকেন্দ্রের যৌথ আয়োজনে এই ব্যতিক্রমী প্রদর্শনী শুরু হয়েছে ৬ ডিসেম্বর ২০২৫, যা শেষ হবে ৭ মার্চ ২০২৬। শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে ২০জন শিল্পী আজকের নারীর জীবনযাত্রা সংগ্রাম, প্রতিবন্ধকতা সহ আবহমান নারীর না বলা কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। কখনো নকশিকাঁথাকে নমুনা হিসেবে তুলে ধরে বলা হয়েছে ঘর ও বাইরের রাজনীতির সমাধান সুলতানার স্বপ্নে হয়নি। কখনো একজন পুরুষের শরীরে নিরাপদ পথ, সম্মান, পারিশ্রমিক, নির্যাতন, নারী বিদ্বেষ, সম অধিকার, জাগো, নারীশ্রম, পরাধীন, সংযম, বিচারহীন, নিরাপত্তা, মাতৃতন্ত্র, সম্ভাবনা, নারীমুক্তি, ধর্ষণ, দৃষ্টিভঙ্গী, অনুভব, কল্পনা এই শব্দগুলো লিখে তা তুলে ধরার মাধ্যমে নারীর জীবনের বাস্তবতার বা গোটা ব্যবস্থার গতানুগতিক দিকগুলো তুলে ধরেছেন শিল্পী। একজন শিল্পী এক শতাব্দীরও বেশি সময় পরে রোকেয়ার সুলতার স্বপ্নের বিপরীত চিত্র কল্পনায় সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থ রচনা করে দর্শনার্থীদের আহ্বান করেছেন 'বইটা পড়ুন, টেবিলে রাখা সরঞ্জাম দিয়ে বইয়ের সাদা পাতায় নিজের স্বপ্নগুলো লিখে অথবা এঁকে ফেলুন। কাদেরাবাদ হাউজিং এলাকায় বাস করেন শিল্পী সাজিয়া রহমান সন্ধ্যা। তিনি তার আশেপাশে নিয়মিত কিছু নারীর জীবনযাপন প্রত্যক্ষ করেন, যে নারীরা হয় চা বিক্রেতা, সবজি বিক্রেতা বা নিত্য কোন পসরা নিয়ে বসেন। তিনি তাদের কথা তুলে ধরেছেন ভিডিও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পাশাপশি সেই নারীদের বলা কিছু উক্তি দেয়াল লিখনের মত ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পিনোন হলো চাকমা সম্প্রদায়ের নারীদের পরিধেয় ঐতিহ্যবাহী পোশাক, যা তারা নিজেরাই বুনে থাকেন। এই পিনোনের উপর সূচিকর্মের মাধ্যমে শিল্পী জয়তু চাকমা নারী ও পুরুষের ক্ষমতাকে ভারসাম্যমূলক অবস্থায় তুলে ধরেছেন। মাটির টেরাকোটার কাজের মধ্য দিয়ে কয়েক হাজার বছর পাড়ি দেয়া লৈঙ্গিক বৈষম্যের কথা বলেছেন জাফরিন গুলশান। সালমা আবেদিন পৃথি তার অদৃশ্য শ্রম শিরোনামের প্রদর্শনী সম্পর্কে বলেন, 'আমি মডেলকে একটি রূপালি পোশাকে সজ্জিত করি- যা স্বপ্ন এবং কায়িক শ্রমের মধ্যে ঝুলে থাকা একটি প্রতীক, উড়ন্ত রূপালি কাপড় ছড়িয়ে থাকা প্লাস্টিক, ঝলমলে পোশাক... এই কাজের মাধ্যমে আমি নারীদের শ্রমকে দৃশ্যমান করতে চাই।' পুরো প্রদর্শনী জুড়ে এভাবেই শিল্পীরা শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমের বৈচিত্র্যময় উপস্থাপনার মাধ্যমে ভিন্ন দুটো শতাব্দীর মেলবন্ধন ঘটিয়ে আবহমানের নারীর জীবনযাপনকে তুলে ধরেছেন। প্রদর্শনীর কিউরেটর শর্মিলি রহমান প্রদর্শনী সম্পর্কে বলেন, 'পুনর্কল্পনে সুলতানার স্বপ্ন প্রদর্শনীটি শিল্পকর্মের মাধ্যমে রোকেয়ার ভাবনাকে প্রসারিত করেছে। শিল্পীরা এখানে অস্তিত্বের অযৌক্তিকতা, কল্পনাপ্রসূত বৈপরিত্য, অদৃশ্য লিঙ্গভিত্তিক শ্রম এবং গল্পের মাধ্যমে ছবি আকার কাব্যিক রূপক ব্যবহার করার ক্ষমতা সম্পর্ক, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বয়ে আসা স্মৃতি এবং প্রকৃতির সাথে আমাদের দেহের সহাবস্থানকে নতুন করে মূল্যায়ণ করেছেন। এই কাজের মাধ্যমে তারা হারিয়ে যাওয়া ছোট ছোট ইতিহাসগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। প্রদর্শনিটি আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস এবং লেডিল্যান্ডের ইউটোপীয় রূপরেখার মধ্যে একটি চিন্তামূলক সংলাপের সৃষ্টি করেছে। এটি আমাদের এই বার্তা দেয় যে, মুক্তি হলো সমতা ও যুক্তির সম্মিলিত বিকাশের মাধ্যমে অর্জিত এক চলমান রাজনৈতিক ও রূপান্তরমূলক প্রচেষ্টা।' মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব মফিদুল হক বলেন, রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের সুলতানার স্বপ্ন ঘিরে এক সৃজনশীল অভিযাত্রার সূচনা হয়েছে, যা খুলে দিতে পারে জীবনের সাথে বোঝাপড়ার বিপুল সম্ভাবনার দ্বার, তিনি মনে করেন এই প্রদর্শনীর পূর্বে চারমাসের প্রস্তুতি পর্ব পাশাপাশি শিল্পীদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিভিন্ন কর্মশালা ও আলোচনায় যোগদান এবং নিজেদেও মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা, পর্যালোচনা ও ভাববিনিময়ের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক শিল্পী গড়ে তুলেছেন নিজস্ব দৃষ্টিকোন ও শৈলী, যা প্রদর্শনীতে এনেছে বৈচিত্র আবার তৈরি করেছে এক অন্তর্নিহিত ঐক্য। সব মিলিয়ে রোকেয়া ও তার রচনার নবযাত্রা সূচিত হয়েছে।

চলচ্চিত্র নির্মাতা ইসাবেল হার্গুয়েরার বয়ান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অমর সৃষ্টি সুলতানার স্বপ্নকে ইউনেস্কো মেমরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ইসাবেল হার্গুয়েরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রোকেয়ার সাথে প্রথম পরিচয় হওয়ার ঘটনা তুলে ধরেন, যা তাকে রোকেয়াকে নিয়ে ভাবাতে শুরু করে। ২০১১ সালে ভারতে অবস্থানকালীন একটি শিল্প গ্যালারিতে বৃষ্টি থেকে সুরক্ষা পেতে আশ্রয় নেন এবং সেখানে একটি লাল প্রচ্ছদ বইতে তার চোখ আটকে যায়, এই বইটিই ছিল বেগম রোকেয়ার Sultans Dream বা সুলতানার স্বপ্ন যা ১৯০৫ সালে 'দি ইন্ডিয়ান লেডিজ ম্যাগাজিন'-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটির সম্পর্কে জানার পরেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন রোকেয়াকে নিয়ে কাজ করার, তারই ধারাবাহিকতায় প্রথম কাজ হিসাবে স্পেনের সান সেবাস্তিয়ানে একটি শিল্প কর্মশালাকে কেন্দ্র করে ১ মিনিটের ফিচার ফিল্ম প্রদর্শন করেন সুলতানার স্বপ্নের উপর, এছাড়া একই সময়ে কিছু মুডবোর্ড চিত্রশিল্প অঙ্কন করেন সুলতানার স্বপ্ন ও রোকেয়াকে নিয়ে। এরপর ২০১৩ তে আবার ভারতে ফিরে গিয়ে তিনি আরও কিছু প্রকল্প হাতে নেন, ভারতের ব্যাঙ্গালুরুর মাউন্ট কারমেল কলেজের ছাত্রাবাসে কিশোরীদের নিয়ে একটি চিত্র কর্মশলার আয়োজন করেন যেখানে কিশোরীরা নিজের প্রতিভা ও কল্পনাকে কাজে লাগিয়ে সুলতানার স্বপ্ন-এর উপর বিভিন্ন চিত্রশিল্প অঙ্কন করে নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে।

ভারতের গুজরাটে তিনি ২৫ জন মেহেদী আর্টিস্টকে সাথে নিয়ে পরবর্তী কাজ শুরু করেন যেখানে মেহেদী আর্টিস্টরা মেহেদী দিয়ে বানানো বিভিন্ন নকশা ও শৈল্পীকতার মাধ্যমে সুলতানার স্বপ্নকে চিত্রশিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেন। মেহেদী শিল্পকে কেন্দ্র করেই ইসাবেল হার্গুয়েরা সুলতানার স্বপ্নের উপর প্রথম একটি এনিমেশন ডকুমেন্টারি তৈরি করেন।

অনুষ্ঠানে তিনি ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পি, লেখক ও গবেষক মৌসুমী ভৌমিকের সাথে আলাপচারিতায় অংশ নেন যেখানে তারা একে অপরের বিভিন্ন অতীত স্মৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ইসাবেল হার্গুয়েরা পরিচালিত এনিমেশন ফিচার ফিল্ম *Sueño de La Sultana* বা Sultana's Dream এর কিছু অংশ প্রদর্শন করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে বক্তৃতা অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানের শেষে শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধে আমন্ত্রিত অতিথি শিল্পী মৌসুমী ভৌমিক বিজয়ের মাস ডিসেম্বরকে স্মরণ করে মার্কিন কবি অ্যালেন গিন্সবার্গের কালজয়ী কবিতা September on Jessore Road অবলম্বনে রচিত সংগীত উপস্থাপন করেন। ইসাবেল আশা করেন ভবিষ্যতে রোকেয়ার লেখা সুলতানার স্বপ্নের উপর নির্মিত ফিচার এনিমেশন ফিল্মটি বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ সিনেমা হিসেবে মুক্তি পাবে।

সৈয়দ রাফাত মোহাম্মাদ
ভলান্টিয়ার,সিএসজিজে

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের চলচ্চিত্র কেন্দ্র আয়োজিত 'Animating Memory: A Creative Journey with Isabel Herguera' শীর্ষক মাস্টারক্লাস

গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৪:০০টায় আগারগাঁওস্থ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে স্বনামধন্য স্প্যানিশ শিল্পী, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও শিক্ষক 'ইসাবেল হারগুয়েরার (Isabel Herguera) সাথে বিশেষ মাস্টার ক্লাস "Animating Memory: A Creative Journey with Isabel Herguera"।

মাস্টারক্লাসে হারগুয়েরা তার দীর্ঘ শিল্পযাত্রা উপস্থাপনের পাশাপাশি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতির সাথে এনিমেশনের সৃজনশীল সংযোগ-সূত্র তুল ধরেন। পাশপাশি তার চলচ্চিত্র নির্মান পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া উপস্থাপন করেন। মাস্টার ক্লাসের অংশ হিসেবে তার নির্মিত কিছু স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র দেখানো হয়।

তিন ঘন্টাব্যাপী এ মাস্টারক্লাসে প্রায় ২০০ জন নিবন্ধকারী অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা ইসাবেল হারগুয়েরার নিরীক্ষাধর্মী অ্যানিমেশনের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে।

মাস্টারক্লাসের প্রশ্ন-উত্তর পর্বে অংশগ্রহণকারীরা তাদের মতামত ও জিজ্ঞাসা তুলে ধরেন।

বাংলাদেশের তরুণ শিল্পী ও চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য এই মাস্টারক্লাসটি ছিল একটি অনন্য সুযোগ।

ইসাবেল হারগুয়েরার পরিচিতি

ইসাবেল হারগুয়েরা একজন স্প্যানিশ শিল্পী, চলচ্চিত্র নির্মাতা, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাপক, অধ্যাপক ও সমালোচক। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তিনি অর্জন করেছেন ৫০টিরও বেশি পুরস্কার।

তিনি পরিচালনার পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে অ্যানিমেশন শিক্ষায় যুক্ত আছেন। তিনি চায়না অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস (বেইজিং) এবং ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইন (NID) এ অতিথি শিক্ষক হিসেবে অ্যানিমেশন প্রোডাকশন পড়ান।

তার উল্লেখযোগ্য স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে: 'La gallina ciega' (2005), 'Ámár' (2010), 'Bajo la almohada' (2012), "Amore d'inverno" (2014), 'Kutxa beltza' (2016) Ges 'The Illustrated Woman' (2023)।

২০২৩ সালে তিনি নির্মাণ করেন তার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র "Sultana's Dream", যা ইতিমধ্যে ইউরোপীয় অ্যানিমেশন অ্যাওয়ার্ড, ইউরোপীয় ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড, গোয়া (GOYA) অ্যাওয়ার্ড, সান সেবাস্তিয়ান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, লিডস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, ফিল্মফেস্ট হামবুর্গ, অ্যানিমেস্টসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎসবে ২০টিরও বেশি পুরস্কার অর্জন করেছে।

'বোম্বে এক্সপেরিয়েন্স'-এর জ্যাজ : মধুর অভিজ্ঞতা

২-এর পৃষ্ঠার পর

মনে হয় শিল্পীরা শ্রোতার সামনে কিছু 'প্রদর্শন' করছেন না- তারা কেবল সংগীতের ভেতরে অবস্থান করছেন।

ফরাসি জ্যাজ পিয়ানোবাদক ও সুরকার আলেকজান্দ্র হেরের আধুনিক জ্যাজে ইলেকট্রিক পিয়ানোর সম্ভাবনাকে সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করার জন্য পরিচিত। উষ্ণ, নরম টোনে তিনি জ্যাজ, ফিউশন ও ইলেকট্রনিক সংবেদনকে মিশ্রিত করেন। বোম্বে এক্সপেরিয়েন্স'এ তিনি মূল সংগীত কাঠামো ও হারমনিক দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। ভারতীয় কর্ণাটক সংগীতধারার অন্যতম প্রধান পারকাশন বা মৃদঙ্গ শিল্পী বি সি মঞ্জুনাথ। মৃদঙ্গমের সূক্ষ্ম তাল ও কন্নাকোলের- কণ্ঠে তাল বা বোল উচ্চারণ, জটিল রিদমিক ভাষা দিয়ে তিনি জ্যাজ ফিউশনে অনন্য মাত্রা যোগ করেন। আমার মতো উপস্থিত শ্রোতারা তার দক্ষতায় মুগ্ধ হয়েছেন। তার উপস্থিতিতে পাশ্চাত্য জ্যাজ ও দক্ষিণ ভারতীয় তালের গভীর সংলাপ তৈরি হয়। এছাড়া ফরাসি বেসিস্ট গায়েল পেত্রিনা আধুনিক জ্যাজ ও ফিউশন ধারায় সক্রিয় শিল্পী। তার ইলেকট্রিক বেস রিদম ও হারমনির মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। গানের গ্রুভকে স্থিতিশীল রাখার পাশাপাশি ইম্প্রোভাইজেশনের ভরকেন্দ্র হিসেবেও চমৎকার ছিল তার কাজ।

চমৎকৃত করেছেন ফরাসি ড্রামার পিয়ের মঁজার্ড ও। তিনি জ্যাজ ও ফিউশন ঘরানায় সুপরিচিত। তার ড্রামিং সূক্ষ্ম ডাইনামিক্স ও সময়বোধে সমৃদ্ধ। তিনি তালকে কেবল ধরে রাখেননি, বরং অন্য শিল্পীর ইম্প্রোভাইজেশনের সঙ্গে সক্রিয় সংলাপে যেন যুক্ত থেকেছেন।

শেষে বলবো খুবই সাদামাটা উপস্থিতিতে র‍্যাপ ও পোয়েট্রিতে মানমিত কৌর এই পরিবেশনায় কণ্ঠভিত্তিক আধুনিক অভিব্যক্তি যুক্ত করেছেন। র‍্যাপ ও কবিতার মাধ্যমে তিনি সংগীতে এনেছেন ভাষা, সামাজিক অনুভব ও ব্যক্তিগত স্বর । জ্যাজ ফিউশনে তার শব্দপ্রয়োগ সংগীতকে কেবল সুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ভাব ও বক্তব্যের স্তরে উন্নীত করেছেন।

এই গানের কবিতার অংশটি জ্যাজ সংগীতে প্রচলিত ন্যারেটিভ বা গল্প বলার কবিতা নয়; বরং এটি একটি মুড-নির্ভর, ইঙ্গিতময় টেক্সট হিসেবে কাজ করে। জ্যাজে কবিতা বা লিরিক সাধারণত পূর্ণ ব্যাখ্যা দেয় না- অনুভূতির দরজা খুলে দেয়, যেখানে উল্লাস বা চমকের বদলে গুরুত্ব পেয়েছে সংলাপ, নীরবতা ও অনুভব। পুরো অনুষ্ঠানটি পাশ্চাত্য জ্যাজ ও ভারতীয় ধ্রুপদি তালের সঙ্গে আধুনিক কণ্ঠভিত্তিক কবিতা ও র‍্যাপকে একত্র করেছে। ফলে 'বোম্বে এক্সপেরিয়েন্স' একটি সাংস্কৃতিক জ্যাজ-ফিউশন অভিজ্ঞতায় রূপ নিয়েছে, যেখানে প্রতিটি শিল্পীর স্বতন্ত্র পরিচয় মিলিত হয়ে গড়ে তোলে একটি সমন্বিত সংগীতভাষা।

সত্যজিৎ রায় মজুমদার,
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

স্প্যানিস চলচ্চিত্র নির্মাতার সংলাপ

২-এর পৃষ্ঠার পর

সদস্যবৃন্দও এই আয়োজনে অংশ নেন।

ইসাবেল ও তাদের দল চলচ্চিত্র কর্মশালায় নির্মিত উল্লেখযোগ্য ৫টি চলচ্চিত্র প্রত্যক্ষ করেন। এই পাঁচটি চলচ্চিত্র হলো: মাহদী হাসান রাহি নির্মিত "রাহির মা", মুশফিকুর রহমান নির্মিত "শিরোনামহীন", নাফিয়া আফরিন নির্মিত "Last Ray of Light before Dusk", যুক্তা সাহা নির্মিত " Where have all women gone " এবং পাওয়া আলম ছড়া নির্মিত " A Pony ".

এরপর পাঁচজন নবীন চলচ্চিত্র নির্মাতা নিজ নিজ চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন এবং অতিথিদের প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। পাওয়া আলম ছড়া তার সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রজেক্ট ও এর সম্ভাবনা সম্পর্কে অতিথিবৃন্দের গঠনমূলক সমালোচনা এবং প্রশংসা অর্জন করেন। নাফিয়া আফরিন একটু ভিন্ন ধারায় নিজের চলচ্চিত্রের সার্বিক প্রেক্ষাপট ও সারমর্ম উপস্থাপন করেন। তিনিও অতিথিবৃন্দের কাছে থেকে গঠনমূলক সমালোচনা ও প্রশংসা পান। মাহদী হাসান রাহির চলচ্চিত্র প্রশংসা লাভ করে এর বাস্তবধর্মী প্রকাশ, ফ্রিনে অকৃত্রিম উপস্থাপন আর চলচ্চিত্রটি যে বার্তা প্রদান করে তার ভিত্তিতে। অতিথিবৃন্দের কাছে চলচ্চিত্রটি সতেজ এবং অনন্য মনে হয়। অন্যদিকে, মুশফিকুর রহমানের চলচ্চিত্রের প্রধান আকর্ষণ ছিল এর বৈচিত্র্য এবং অভিক্রিয়ামূলক রূপ। সার্বিকভাবে অতিথিদের প্রশংসা ও মন্তব্যের ভিত্তিতে চলচ্চিত্রটিকে "এডিটর'স্ চয়েজ্" হিসেবেও ধরা যায়। তার চলচ্চিত্রটি দর্শকদের মনে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করে।

লিবারেশন ডক কমিউনিটি কর্তৃক পরিচালিত পর্বের শেষ অংশ হিসেবে একটি ছোট প্রশ্নোত্তর পর্ব আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত দর্শক, অংশগ্রহণকারী এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দের কাছে থেকে প্রশ্ন, অভিমত ও প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। সেগুলোর ভিত্তিতে ইসাবেল ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ তাদের উত্তর ও মতামত দেন। পরে পঞ্চম তলায় অস্থায়ী গ্যালারিতে আয়োজিত "সুলতানার স্বপ্ন" দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রদর্শনী পরিদর্শন করতে যান। তাদের সাথে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি মফিদুল হক ও কলাকেন্দ্রের উদীয়মান শিল্পীবৃন্দ। পরিদর্শন শেষে ইসাবেল ও তার দল কলাকেন্দ্রের সদস্যদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্র ও আর্কাইভ কর্মকান্ড

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও আলোকচিত্রী শফিকুল ইসলাম স্বপন-এর সাথে মুক্তিযুদ্ধের অনুসন্ধানী যাত্রা

এই যাত্রায় মির্জা মাহমুদ আহমেদ কর্তৃক বীর মুক্তিযোদ্ধা ও আলোকচিত্রী শফিকুল ইসলাম স্বপন-এর অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারের স্মৃতিচারণ উঠে এসেছে - দলনেতা কমান্ডার রেজাউল করিম মানিক ও কিশোর মুক্তিযোদ্ধা শাহার এর বীরত্বগাথাসহ নানান ঘটনা।

-কিউরেটর, আর্কাইভ এন্ড ডিসপ্লে

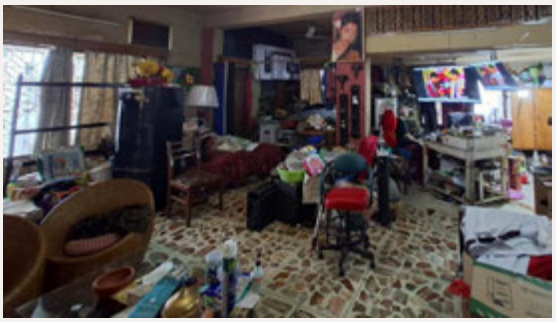

বাম দিক থেকে- স্টুডিওতে শফিকুল ইসলাম স্বপন, স্টুডিও'র একাংশ (মাঝে) ও পুরানা পল্টন লাইনের বাড়ি (ডানে)

হেমন্তের ঢাকায় নীল আকাশে তখন সাদা মেঘের ওড়াউড়ি। নাগরিক ব্যস্ততার এই সময়ে এমন আকাশ দেখার ফুসরৎ কোথায়। উবারের জানলায় চোখ রেখে ছুটে চলা শহর দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে। আমরা ক'জনা গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালাম ষাটের দশকের একটি সাবেকী বাড়ির সামনে। ক'জনা বলতে শরীফ ভাই, দ্বীপ, আমেনা আপা এবং আমি।

সময় বয়ে গেছে, দেয়ালে পড়েছে স্যাঁতসেঁতে ছাপ তবুও আজো জৌলুস ধরে রেখেছে বাড়িটি। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতেই হাসিমুখে যিনি এগিয়ে এলেন তিনি শফিকুল ইসলাম স্বপন। একাত্তরে রাইফেলের সঙ্গে গর্জে উঠেছিল যার ক্যামেরাও। আলাপের মধ্যেই টেবিল ভরে উঠলো বাহারি নাস্তায়। স্বপন ভাইয়ের ড্রইংরুম যেন এক চলমান ক্যানভাস। একদিকে ছোট্ট স্টুডিও অন্যদিকে সোফার ওপরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বই, রং-তুলিসহ আরও কত কী। দেখলেই বলে দেয়া যায় এটি সৃষ্টিশীল মানুষের ড্রইংরুম।

আহার পর্ব শেষ এবার স্মৃতির ঝাঁপি খুলে গল্প শোনার পালা। স্বপন ভাই তাঁর বাবার চাকরি পাওয়ার ঘটনা দিয়ে গল্প বলা শুরু করলেন। হযরত শাহজালালের দরগায় গিয়ে হালুয়া খাওয়া, পুরানা পল্টন লাইনের সেই ডানপিটে আদুরে কৈশোরের দিনগুলো, ফটোগ্রাফিতে হাতেখড়ির গল্প শুনতে শুনতে সব গল্পের স্রোত ধীরে ধীরে পৌঁছল একাত্তরে। মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ আসতেই বারবার নষ্টালজিক হয়ে উঠছিলেন। ছলছল চোখে বলছিলেন 'একাত্তর *নিয়ে অনেকবার কথা বলেছি কোনোদিন তো এমন হয়নি, আজ কেন এমন হচ্ছে*'।

দলনেতা কমান্ডার রেজাউল করিম মানিকের কথা বলতে গিয়ে চোখ ভিজে ওঠে স্বপন ভাইয়ের। তিনি বলেন, ''মানিক ***ভাই যে অপারেশনে শহীদ হন সেই অপারেশনে আমি ছিলাম না। মানিক ভাইয়ের পানিভীতি ছিল। আমি থাকলে মানিক ভাইকে এভাবে মরতে দিতাম না***''। গল্প আর ছবি দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে যায় কিন্তু গল্প ফুরোয় না। বিদায় বেলায় সহযোদ্ধা শাহারের কথা মনে করে আবারো চোখ ভিজে ওঠে। বিজয়ের মাত্র দু'দিন আগে ১৪ ডিসেম্বর শহীদ হন মুক্তিযোদ্ধা শাহার।

স্বপন ভাই বলছিলেন ''***পৃথিবীর আর কোনো যুদ্ধে মানুষ ছাদে উঠে এয়ার স্ট্রাইক দেখেছে কিনা আমি জানি না কিন্তু একাত্তরের ডিসেম্বরে ঢাকা শহরের মানুষ ছাদে উঠে মিত্র বাহিনীর এয়ার স্ট্রাইক দেখেছে- হাতে তালি দিয়েছে।***'' এয়ার স্ট্রাইকের প্রচুর ঝকঝকে তকতকে ছবিও তুলেছেন তিনি।

প্রথম ছবিতে- ১৯৭১ এর ডিসেম্বরে ঢাকায় পল্টনের আকাশে বিমান হামলা পেছনে এ.জি অফিস। দ্বিতীয় ছবিতে- ১৯৭১ এর ডিসেম্বর ঢাকার গর্ভনর হাউসে বোম্বিং এর ফলেই পাক সেনাদের মনোবল শেষ হয়ে যায়, পেছনে মতিঝিল

আলোকচিত্রী: শফিকুল ইসলাম স্বপন

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গণহত্যা, নারী নির্যাতন এবং মৌলিক অধিকার হরণের ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, মানবাধিকার রক্ষা না হলে কোনো জাতির স্বাধীনতা পূর্ণতা পায় না। তিনি বর্তমান সময়ে মানবাধিকার রক্ষার চ্যালেঞ্জগুলোর কথা উল্লেখ করে বলেন, 'মানবাধিকার রক্ষা করতে হলে আমাদের সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, অন্যথায় স্বাধীনতার অর্জন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।' মানবাধিকারকে কেবল আন্তর্জাতিক নথি বা ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রতিদিনের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে বলে তিনি মনে করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল মানবাধিকারকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ ও কনভেনশনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "মানবাধিকার রাষ্ট্রপ্রদত্ত নয়, এটি প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এই দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে মানবাধিকার রক্ষার সংগ্রাম বৈশ্বিক। কোনো একটি রাষ্ট্র বা জাতি একা মানবাধিকার রক্ষা করতে পারে না; বরং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অপরিহার্য.....মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, নাগরিক সমাজকেও এটি রক্ষার্থে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "মানবাধিকার লঙ্ঘন যখন ঘটে, তখন তা কেবল ভুক্তভোগীর ক্ষতি নয়, বরং পুরো সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে...মানবাধিকার লঙ্ঘনকে উপেক্ষা করলে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি দুর্বল সমাজ উপহার দেব এবং মানবাধিকার রক্ষার জন্য শিক্ষা, সচেতনতা এবং সামাজিক আন্দোলন অপরিহার্য। মানবাধিকারকে বাস্তবায়ন করতে হলে সমাজে ন্যায়বিচার, সমতা এবং সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।" মানবাধিকার রক্ষায় মনুষ্যত্ববোধের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উল্লেখ করে বলেন, 'এই যে বাংলাদেশ ইহার মৃত্তিকা, ইহার জল, ইহার বায়ু, ইহার আকাশ, ইহার বন, ইহার শস্যক্ষেত্র লইয়া আমাদিগোকে সর্বতভাবে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার নরনারীকে মনুষ্যত্ব লাভে সাহায্য করি।

ডা. সারওয়ার আলী ও সুলতানা কামাল মানবাধিকারকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে যুক্ত করে দেখিয়েছেন। তাঁরা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসের তাৎপর্য হলো বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার রক্ষার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা। তাঁদের বক্তব্যে উঠে এসেছে যে মানবাধিকার রক্ষার সংগ্রাম কখনো শেষ হয় না। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব রয়েছে। তাঁদের বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আন্দোলন এবং বর্তমান সমাজের চ্যালেঞ্জগুলো একত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

সাবরিনা আফরীন তন্বী
গবেষণা সহকারী, গবেষণা ও গ্রন্থাগার বিভাগ

একাত্তরের বিস্মৃত গণহত্যা : তরুণের দৃষ্টিতে স্বীকৃতি প্রশ্ন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উল্লেখযোগ্য আইনি ও ভূ-রাজনৈতিক বাধার মুখোমুখি হয় তা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধের পরপরই বাংলাদেশ ভারতের হেফাজতে থাকা ৯০,০০০ যুদ্ধবন্দীকে বিচার করতে পারেনি, কারণ ভারত আশঙ্কা করেছিল যে বাংলাদেশ ন্যায়সংগত বিচার নিশ্চিত করতে পারবে না; একই সঙ্গে চলমান শীতল যুদ্ধের কারণে জাতিসংঘের কোনো শংকর (হাইব্রিড) ট্রাইব্যুনাল গঠন করাও সম্ভব ছিল না। এবং ইসলামাবাদের শীর্ষ নেতৃত্বকে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে)-এ বিচার করার পথটি শুরুতে বন্ধ ছিল, যেহেতু বাংলাদেশ ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত গণহত্যা কনভেনশনের সদস্যপদ গ্রহণ করেনি। পরবর্তীতে বাংলাদেশ কনভেনশন অনুমোদন করলেও, ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে সংরক্ষণ (reservation) রেখেছিল এবং এর অর্থ হলো পাকিস্তানকে আইসিজেতে হাজির হতে সম্মতি দিতে হবে, যা বাস্তবে কখনোই ঘটবে না। যেহেতু আইসিজে কেবল রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করে, তাই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গণহত্যার 'উদ্দেশ্য' প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন। এই উদ্দেশ্য প্রমাণ করা আরও জটিল হয়ে ওঠে কারণ পাকিস্তানের সামরিক আর্কাইভে এখনো প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ।

তিনি আরো বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি), যা ব্যক্তিগত অপরাধমূলক দায়বদ্ধতা বিচার করে, তা ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও অপরাধীদের বিচার করা সম্ভব না কারণ অধিকাংশ অপরাধী হয় মৃত্যুবরণ করেছে, অথবা বিচার করার জন্য এখন খুব বেশি বয়স্ক। এই সব সীমাবদ্ধতার কারণে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক আইন কাঠামোর মাধ্যমে বিচার পাওয়া অত্যন্ত কঠিন বলে মনে করা হয়। ভবিষ্যতে ন্যায়বিচারের একমাত্র সম্ভাব্য পথ হতে পারে, অপরাধী রাষ্ট্র পাকিস্তানের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষতিপূরণ এর ধারণা আরও জোরদার করা বা বিকাশ করা।

রাফসান জানি রাহাত, ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ গণহত্যাকে নৃতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ গণহত্যাকে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হলে এটিকে "ইচ্ছাকৃতভাবে 'বৈচিত্র্যময়তাকে" নিশ্চিহ্ন করার" একটি প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এটি কোনো বিশৃঙ্খল বা এলোমেলো ঘটনা ছিল না; বরং সাংস্কৃতিক ধারণা ও দৈনন্দিন আচরণের ওপর ভিত্তি করে গঠিত একটি সুস্পষ্ট ধ্বংসযজ্ঞ। এবং ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষা মুছে ফেলার চেষ্টা এবং ১৯৭১ সালের গণহত্যার এই প্রক্রিয়ার অংশ ছিল। পাকিস্তানিরা বাঙালিদেরকে জাতিগতভাবে নিকৃষ্ট, রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক "অন্য" (আদার), এবং তাদের সংস্কৃতির "দূষক" হিসেবে বিবেচনা করত; তাই তারা সমগ্র বাঙালি জাতিকেই নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। এই ধ্বংস ছিল পদ্ধতিগত, যা সমাজের মৌলিক কাঠামোকেই লক্ষ্য করে পরিচালিত হয়েছিল। এই পদ্ধতিগত সহিংসতার নির্দিষ্ট কিছু দিক ছিল, বুদ্ধিজীবীদের টার্গেট করা হয়েছিল; রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের আক্রমণ করা হয়েছিল; এবং সম্ভাব্য পুরুষ প্রতিরোধকারীদের হত্যা ও নারীদের বিরুদ্ধে পদ্ধতিগত যৌন সহিংসতা পরিচালিত হয়েছিল। এই যৌন সহিংসতার বেঁচে থাকা নারীরা, যাদের বীরাঙ্গনা নামে অভিহিত করা হয়, যারা প্রায়শই "খোঁটা" বা সামাজিক হেয়ের সম্মুখীন হন। তিনি আরো বলেন যে, যুবসমাজকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং বৈশ্বিক নেটওয়ার্ককে ব্যবহার করতে হবে ১৯৭১ এর গণহত্যা সম্পর্কে সচেতনতা, শক্তিশালী আইনি জবাবদিহিতা আদায় করতে, এবং বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের যথাযথ স্বীকৃতি ও বস্তুগত সহায়তা নিশ্চিত করতে। এভাবেই একটি ভুলে যাওয়া গণহত্যাকে জবাবদিহিতার মাধ্যমে জীবন্ত আহ্বানে রূপান্তর করা সম্ভব।

তাবাসসুম নিগার ঐশী তুলনামূলক গণহত্যা স্বীকৃতি এবং যুবসমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, রুয়ান্ডা এবং নানজিং গণহত্যাকে আলোচনা করেন। তিনি আলোচনা করেন করেন গণহত্যার স্বীকৃতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ স্বীকৃতিই স্মৃতি ও ন্যায়বিচারের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে। তিনি বলেন, সমাজ কোনো গণহত্যাকে কীভাবে স্মরণ করে বা ভুলে যায় তা তরুণদের পরিচয়বোধ ও মানবাধিকারের ধারণাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তিনি গণহত্যা স্বীকৃতিকে তিনটি ভাগে শ্রেণিবদ্ধ করে আলোচনা করেন, ব্যাপকভাবে স্বীকৃত গণহত্যা (রুয়ান্ডা), স্বীকৃত কিন্তু বিলম্বিত গণহত্যা (কম্বোডিয়া), ভুলে যাওয়া গণহত্যা (বাংলাদেশ)।

তিনি বলেন, রুয়ান্ডা গণহত্যা দ্রুত এবং বৈশ্বিক স্বীকৃতি পেয়েছিল, কারণ ১৯৯৪ সালেই জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইবুনাল ফর রুয়ান্ডা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইনি স্বীকৃতি প্রদান করে এবং জাতীয় পাঠ্যক্রমে গণহত্যা শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে। কম্বোডিয়া গণহত্যার ক্ষেত্রে স্বীকৃতি ৩০ বছরেরও বেশি দেরিতে আসে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘ সমর্থিত এক্সট্রা অরডিনারি চেম্বার্স ইন দ্যা কোর্টস অফ কম্বোডিয়ার মাধ্যমে আইনি বৈধতা নিশ্চিত হয়। এ স্বীকৃতি আদায় নিশ্চিত হয় বিপুল পরিমাণ ডকুমেন্টেশন, সাক্ষ্যভিত্তিক রেকর্ডের মাধ্যমে। তুলনামূলকভাবে, বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের গণহত্যা এখনো "ভুলে যাওয়া" গণহত্যা হিসেবে বিবেচিত, কারণ এটি বৈশ্বিক স্বীকৃতির জন্য সংগ্রাম করেছে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই এই গণহত্যার, কিংবা কোনো আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের তুলনাযোগ্য রায়ও নেই। ১৯৭১ পরবর্তী সময়ে স্বীকৃতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল শীতল যুদ্ধের রাজনীতি, যেখানে পশ্চিমা পরাশক্তিগুলো পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল। নানজিং হত্যাকাণ্ড ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি, যদিও সময়ের সাথে এটি ব্যাপক একাডেমিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের গণহত্যার তেমন একাডেমিক স্বীকৃতিও নেই।

তিনি আরো বলেন, গণহত্যার স্বীকৃতি কোনো স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া নয়; এটি অর্জনের জন্য শিক্ষা, স্মৃতিচর্চা এবং ধারাবাহিক অ্যাডভোকেসি প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতে কোনো গণহত্যা পুনরাবৃত্তি না ঘটে। বাংলাদেশের ১৯৭১ গণহত্যার স্বীকৃতি অর্জনের প্রক্রিয়ায় তরুণরাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, কারণ তারা বেঁচে থাকা ভুক্তভোগীদের সাক্ষ্য সংগ্রহ, নথিভুক্তকরণ এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ঐতিহাসিক সত্যকে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে।

সাদিয়া তাবাসসুম
ভলান্টিয়ার, সিএসজিজে

সুলতানার স্বপ্ন : শিক্ষার্থীসম্পৃক্ত সৃজনশীল পাঠ
দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মধারা

'সুলতানার স্বপ্ন : শিক্ষার্থীসম্পৃক্ত সৃজনশীল পাঠ' দ্বিতীয় পর্যায়ের দিনব্যাপী উৎসব পালনের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬ জানুয়ারি ২০২৬। উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে এ পর্যায়ের কার্যক্রম সমাপ্ত হবে এবং সূচিত হবে তৃতীয় পর্যায়ের পথচলা। কর্মসূচি পালনকারী পাঠাগার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' পাঠ করিয়েছে, সাথে ছিল নানান সৃজনশীলতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুভূতি প্রকাশ। ১০ জানুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে পাঠাগার এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠান করবে এবং সেরাদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করবে। এই অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত থাকবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিনিধিবৃন্দ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের ঢাকা এবং জেলা পর্যায়ের ১৪টি বেসরকারি পাঠাগার এবং ২৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যুক্ত আছে। এই ৪১টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও ৩৪টি প্রতিষ্ঠান।

ইতিমধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের কার্যক্রমের বর্ণনা এবং ছবি পাঠানো হয়েছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে 'সুলতানার স্বপ্ন' পাঠ-প্রতিক্রিয়াও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রেরণ করা হয়েছে।

সবগুলো প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে সফল করে তোলা হবে 'সুলতানার স্বপ্ন : শিক্ষার্থীসম্পৃক্ত সৃজনশীল পাঠ' দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম। সেদিন অংশগ্রহণকারী সব শিক্ষার্থীকে ইউনেস্কো এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের লোগো সংবলিত সনদ প্রদান করা হবে।

– সত্যজিৎ রায় মজুমদার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

একাত্তরের স্মৃতিতে শহিদ শিশু মাকসুদা বেগম মলি

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠে এ প্রতি সপ্তাহে আয়োজন করা হয় শহিদ পরিবারের সাথে শিক্ষার্থীদের স্মৃতিচারণমূলক কর্মসূচি। গত ৬ নভেম্বর ২০২৫ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শনে আসে মিরপুরস্থ আলহাজ্ব আব্বাস উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেনীর ১৮ জন শিক্ষার্থী। জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শন শেষে শুরু হয় স্মৃতিচারণ। শহিদ মাকসুদা বেগম মলির ছোট বোন সৈয়দা ফরিদা বেগম পলি শিক্ষার্থীদের সাথে স্মৃতিচারণ করেন। তিনি তার বড় বোন শহিদ মাকসুদা বেগম মলি সম্পর্কে বিস্তারিত ঘটনায় বলেন 'যুদ্ধের পরে আমার জন্ম। তাই মলি আপা সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি তা আমার আম্মা এবং বড় আপা সেলিনা বেগম টফির মুখ থেকে শুনেছি। আমাদের বাসায় একজন কাজের বুয়া ছিলেন। তাঁর নাম জানি না তবে সবাই তাঁকে আনোয়ারার মা বলে ডাকতেন। তাঁর বাসা ছিল মিরপুর ১২নং সেকশনের ই ব্লকে। তিনি আমার বড় বোন মাকসুদা বেগম মলিকে খুব আদর করতেন। ২৬ মার্চ মলি আপা কাজের বুয়ার সাথে তাঁর বাসায় যায়। আর আমাদের বাসায় ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুজি করেও আমার আব্বা মলি আপার কোন সন্ধান পাননি। এদিকে আব্বা পরিবারের সবাইকে নিয়ে মিরপুর ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ মিরপুরে অবস্থানরত অবাঙালিরা বাঙালিদের ওপর নির্মম হত্যাকান্ড চালাচ্ছিল। যুদ্ধের পুরোটা সময় পরিবারের সবাইকে নিয়ে তিনি গেন্ডারিয়ায় এজিবি কলোনিতে ভাড়া বাসায় অবস্থান করেছিলেন। ১৬ ডিসেম্বরের পর মিরপুরে ফিরে দেখেন আমাদের ১২ নম্বরের বাড়িটি লুটপাট করে ধ্বংসস্তুপ করে রেখে গেছে অবাঙালিরা। তখন পল্লবীতে একটা বাসায় ওঠেন সবাইকে নিয়ে। মিরপুরে ফিরে আমরা জানতে পারলাম সেই আনোয়ারার মার সাথে মলি আপাকেও টুকরা টুকরা করে কেটে বাড়ির পাশে এক কুয়ায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আশেপাশের চার জনের সঙ্গে মলি আপার গায়ের জামা ও স্যান্ডেল দেখে আব্বা আম্মা মলি আপার লাশ শনাক্ত করেন। এরপর থেকে আব্বা আম্মাকে আর সাধারণ জীবন যাপন করতে দেখিনি। মৃত্যু পর্যন্ত আমার মলি আপার স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে ছিলেন তারা'।

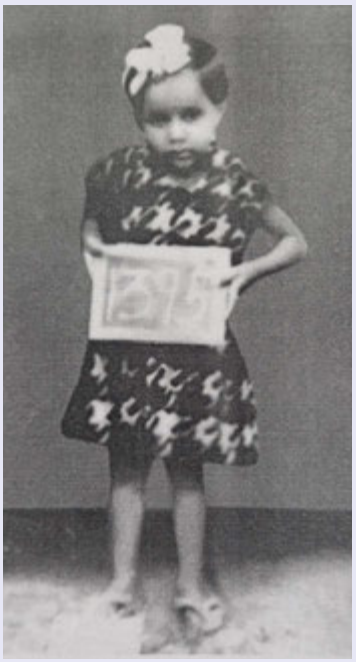

স্মৃতিচারণ শেষে সিদরাতুল মুনতাহা নামে ৮ম শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থী মন্তব্য লেখে, প্রথমবার বন্ধুদের নিয়ে জল্লাদখানা বধ্যভূমি শুধু দেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ এখানে এসে একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করলাম। একজন শহিদের সম্পর্কে জানতে পারলাম। সৈয়দা মাকসুদা বেগম মলি মাত্র ৮ বছর বয়সে শহিদ হন। তাঁকে পল্লবীর এক বধ্যভূমিতে পাওয়া যায়। মলি এবং তাঁর পরিচিত মানুষদের শহিদ হওয়ার ঘটনা শুনে হৃদয়ে একটা অদ্ভুত বিয়োগব্যাথা অনুভব করলাম। এ রকম হাজারো মরদেহ উদ্ধার হয়েছে জল্লাদখানা বধ্যভূমি থেকে। এখানে ভ্রমণ করা আমার জীবনের সার্থক একটা অভিজ্ঞতা।

প্রমিলা বিশ্বাস
সুপারভাইজার
জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

ডিসেম্বর ২০২৫
গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের স্মারক ও দলিলকেন্দ্রিক প্রতিবেদন

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্থান করে নেয় বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যবহ অধ্যায়। স্বাধীনতার চুয়ান্ন বছর পরেও মুক্তিযুদ্ধ তাই প্রাসঙ্গিক। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মনে করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চায় গণমাধ্যম এবং সাংবাদিকবৃন্দ বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছেন। স্বাধীনতা এবং বিজয়ের মাসে সকল গণমাধ্যম মুক্তিযুদ্ধকে প্রাধান্য দিয়ে প্রতিবেদন প্রচার করে থাকেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরও তার দীর্ঘদিনের পথচলায় গড়ে তুলেছে মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র ও স্মারকের সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা। সেই দলিলপত্র ও স্মারকের সঙ্গে সাংবাদিকদের পরিচয় করিয়ে দিতে গত নভেম্বরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সাংবাদিকদের জন্য এক বিশেষ পরিদর্শনের আয়োজন করে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আনন্দের সাথে লক্ষ্য করেছে যে ডিসেম্বর ২০২৫-এ পুরো মাস জুরে দেশের সকল সংবাদপত্র, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং বিভিন্ন অনলাইন মিডিয়া অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিপুল সংখ্যাক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রচার করেছেন, যার একটি বড়ো অংশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত দলিল ও স্মারককে কেন্দ্র করে। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের সংগৃহীত প্রত্যক্ষ্যদর্শীর ভষ্যও প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনসমূহে জনযুদ্ধ এবং মুক্তিযদ্ধের মানবিক ইতিহাস প্রাধান্য পেয়েছে। সাংবাদিকবৃন্দ তাদের মেধা এবং শ্রম দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের অপ্রকাশিত বিভিন্ন দলিল এবং ঘটনা তুলে ধরেছেন যা নবীন প্রজন্মকে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস জানতে সহায়তা করবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সকল সাংবাদিকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানায়, একই সাথে সকল গণমাধ্যমকেও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ধন্যবাদ জানায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতাকে উৎসাহ প্রদানের জন্য।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ২০০৮ সাল থেকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতার জন্য 'বজলুর রহমান স্মৃতিপদক' প্রদান করে আসছে। বর্তমানে 'বজলুর রহমান স্মৃতিপদক-২০২৪'-এর জন্য প্রিন্ট ও অনলাইন এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ২০২৪ সালে প্রকাশিত বা প্রচারিত প্রতিবেদন জমা নেয়া হচ্ছে। আগ্রহী সাংবাদিকরা আগামী ৩১ জানুয়ারীর মধ্যে নিজ নিজ প্রতিবেদন ও জীবন বৃত্তান্ত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সরাসরি এসে জমা দিতে পারবেন বা কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রেরণ করতে পারবেন। প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়ার প্রতিবেদনের ৫টি কপি এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিবেদন পেনড্রাইভে জমা দেবার অনুরোধ করছি। উল্লেখ থাকে যে জুরি বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়া এবং অনলাইন মিডিয়ার শ্রেষ্ঠ প্রতিবেদ কে এক লক্ষ টাকা, সনদ ও ক্রেষ্ট প্রদান করা হবে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

ষষ্ঠ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২৬

বিজয় উৎসব ২০২৫ : শিশু-কিশোর আনন্দ অনুষ্ঠান

‘টিম সুলতানা’র সফল হিমালয় অভিযান

নারীদের শীতকালীন অভিযান ২০২৫ ‘সুলতানার স্বপ্ন অবারিত’ দ্বিতীয় পর্বে পর্বতারোহণের উদ্দেশ্যে টিম সুলতানা গত ২৮ নভেম্বর যাত্রা শুরু করেন। ৭ ডিসেম্বর ৬০৯১ মিটার উচ্চতার পিসাং পর্বতে আরোহণ শুরু করে, কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে চূড়া থেকে ২০০+ মিটার নীচ থেকে নেমে আসতে হয়। পরবর্তীতে ১৫ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের আগের দিনে তারা ৬০৫৯ মিটার উচ্চতার চুলু ফার ইস্ট পর্বতে আরোহণ করেন। সফলভাবে অভিযান শেষ করে গত ২৭ ডিসেম্বর টিম সুলতানা দেশে ফিরে আসেন।

আন্তর্জাতিক জাদুঘর কাউন্সিল

ICMEMOHRI-এর বোর্ড সদস্য

নির্বাচিত হলেন মফিদুল হক

ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব মিউজিয়ম্স্-সংশ্লিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব মেমোরি অ্যাণ্ড হিউম্যান রাইটস্ মিউজিয়ম (ICMEMOHRI)-এর ২০২৫-২৮ সালের জন্য বোর্ড সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। বিগত ২ ডিসেম্বর ২০২৫, ৯-সদস্যের নতুন বোর্ড গঠিত হয়। অস্ট্রিয়ার ফেলিসিটাস হাইম্যান-জেলিনেক সভাপতি এবং ডোমিনিকান রিপাবলিকের প্যাট্রিসিয়া সোলানো সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। বোর্ডের অন্য সদস্যরা হলেন ম্যাসিমিলানো আজোলিনি ও এরিক সোমার্স (সহ-সভাপতি), কির্সটেন জন-স্টাক (কোষাধ্যক্ষ) এবং অন্য চার সদস্য হলেন আলমুদেনা ক্রুজ-ইয়াবার, জিল ভেক্সলার, ভিক্টর ইয়ানাক ও নিলস্ রোমার।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিশেষ অতিথি

H.E. Piotr Antoni Świtalki, Chargé d’Affaires of the Embassy of the Republic of Poland, along with Ms. Anna Świtalska, visited our museum on 13 December 2025.

প্রদর্শনী : পুনর্কল্পনায় সুলতানার স্বপ্ন

রোকেয়ার সুলতানার স্বপ্নের প্রাসঙ্গিকতায় বর্তমানের ভাবনাকে তুলে ধরে একদল শিল্পীর উপস্থাপনা ‘পুনর্কল্পনায় সুলতানার স্বপ্ন’ শিরোনামে প্রদর্শনী। প্রদর্শনিটি চলবে ৭ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অস্থায়ী গ্যালারি ষষ্ঠতলায়।

আগামীর আয়োজন

৯ জানুয়ারী ২০২৫, বিকাল ৪:০০ টায়, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে প্রদর্শিত হবে জহির রায়হানের চলচ্চিত্রের উপর ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্র ‘এ মিসিং ক্যান অব ফিল্ম’। নির্মাতা নাঈম মোহাইমেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে মফিদুল হক, ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম, গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩,
ইমেইল: mukti.jadughar@gmail.com, ওয়েব: www.liberationwarmuseumbd.org, ফেসবুক: facebook.com/liberationwarmuseum.official